



১৭-০৮-২০২২, অনলাইন সংস্করণ

ইস্ট ওয়েস্টে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের বক্তৃতা



‘ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি’ জাতীয় শোক দিবসে ‘বিশেষ স্মৃতি বক্তৃতা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।
বক্তৃতার নাম ছিল ‘১৫ আগস্ট স্মৃতি বক্তৃতা’।

বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে শুরু হয়েছে সকাল ১১টায়।

বিষয়-‘শোকাবহ ১৫ আগস্ট ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ’।

গতকাল ১৬ আগস্ট, ২০২২ মঙ্গলবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকার আফতাবনগর স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজনটি হয়েছে।

‘প্রধান বক্তা’ ছিলেন বাংলাদেশের বরণ্য ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিউপি)র ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’, একুশে পদক বিজয়ী শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ইতিহাস গবেষক ও শিক্ষক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একই সঙ্গে একজন নিঃস্বার্থ, সক্রিয় ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম নেতা।

‘তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির পর, পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন ও তাঁর স্বপ্নকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে রোপিত করতে পেরেছিলেন।’

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আরো বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার জন্য পুনর্গঠন করেছিলেন।’

‘তিনি সাম্য ভিত্তিক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন’, বলেছেন তিনি।



‘১৫ আগস্ট স্মৃতি বক্তৃতা’য় সভাপতির বক্তব্য দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রনায়ক থাকার সময় তার একান্ত সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, ইস্ট ওয়েস্টের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ ফরাসউদ্দিন।

ড. ফরাসউদ্দিন স্বাধীনতার পর, পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ জীবনের কথা স্মরণ করেন।

বাকশাল গঠনের পেছনে বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং সঠিক বাস্তবায়নে কীভাবে বাংলাদেশকে আধুনিক, কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারত ব্যাখ্যা করেন।

গত এক দশকে বাংলাদেশে যে আর্থ-সামাজিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেগুলোর প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতির শিক্ষক আশা প্রকাশ করেন, ‘বর্তমানে দেশ যেসব সমস্যার মোকাবেলা করছে, অতি শিগ্রই অবসান হবে।’

আয়োজনে বক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. জিয়াউল হক মামুন।

লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ফৌজিয়া মাম্মান আলোচনা করেছেন।

মবনিসুজ কোম্পানির এয়ার কমান্ডার (অব.) ইশফাক এলাহী চৌধুরী অংশগ্রহণ করেছেন।

জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব অধ্যাপক, অনেক ছাত্র, ছাত্রী, কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

ওএফএস।